সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক.	প্রাথমিক মূল্যায়ন	০১
খ.	বিগত বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ	০৫
	অধ্যায় ০১: বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ	
১	বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি	০৬
২	বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও আলোচ্য বিষয়	১২
	অধ্যায় ০২: ধ্বনিতত্ত্ব	
৩	ধ্বনি ও বর্ণ	১৭
৪	ধ্বনির পরিবর্তন	২৫
৫	ণত্ব ও ষত্ব বিধান	২৯
৬	সন্ধি	৩২
৭	বাংলা বানানের নিয়ম	৪৩
	অধ্যায় ০৩: শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব	
৮	শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দ ভাণ্ডার	৫১
৯	সমাস	৬১
১০	ধাতু	৭৭
১১	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৮০
১২	উপসর্গ	৯০
১৩	অনুসর্গ	৯৬
১৪	পদ	৯৭

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫	দ্বিরুক্ত শব্দ	১০৯
১৬	ক্রিয়ার কাল ও বাংলা অনুজ্ঞা	১১১
১৭	কারক ও বিভক্তি	১১৫
১৮	পদাশ্রিত নির্দেশক	১২৪
১৯	লিঙ্গ	১২৫
২০	বচন	১২৯
	অধ্যায় ০৪: বাক্যতত্ত্ব	
২১	বাক্য	১৩১
২২	বাচ্য	১৩৯
২৩	উক্তি	১৪১
২৪	যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	১৪৩
২৫	এক কথায় প্রকাশ	১৪৬
২৬	বাগ্‌ধারা	১৫৬
২৭	প্রবাদ-প্রবচন	১৬৮
২৮	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি	১৭৩
	অধ্যায় ০৫: অর্থতত্ত্ব	
২৯	সমার্থক বা প্রতিশব্দ	১৮০
৩০	বিপরীতার্থক শব্দ	১৮৮
৩১	পারিভাষিক শব্দ	১৯৪
৩২	ছন্দ ও অলংকার	২০৫
	মডেল টেস্ট (১-৫)	২১০

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী সূচিপত্র (পূর্ণমান: ১৫)

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ধ্বনি ও বর্ণ	১৭
০২	সন্ধি	৩২
০৩	বানান	৪৩
০৪	শব্দ	৫১
০৫	সমাস	৬১
০৬	প্রত্যয়	৮০

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৭	পদ	৯৭
০৮	বাক্য	১৩১
০৯	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি	১৭৩
১০	সমার্থক শব্দ	১৮০
১১	বিপরীতার্থক শব্দ	১৮৮
১২	পরিভাষা	১৯৪

সুপ্রিয় বিসিএস প্রত্যাশীগণ,

আপনাদের বিসিএস যাত্রা সুগম করতে **'উত্তরণ** ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি' সৃজনশীল এবং অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্নকে সম্মান জানিয়ে আপনাদের সাথে থাকার অঙ্গীকার **উত্তরণ** এর।

দেশের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিসিএস। তাই বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আপনাদেরকে জানতে হবে সঠিক কৌশল। মনে রাখবেন, সহজ কাজ করার চেয়ে ঠিক কাজ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কৌশল ঠিক থাকলে স্বল্প সময়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে অনেক দূর। তাই আপনাদের জন্য উত্তরণ এর আয়োজন 'প্রাথমিক মূল্যায়ন'।

বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরুতেই আপনাদেরকে জানতে হবে নিজের প্রকৃত অবস্থান। যা আপনাদেরকে সাহায্য করবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে। আমরা আপনাদের জন্য একটি আদর্শ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেছি। প্রশ্নপত্রটি তৈরিতে আমাদের লক্ষ্য ছিল বিসিএস এর সিলেবাস এবং পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা। কোনো ধরনের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষাটিতে অংশ নিন। পরীক্ষার পরবর্তীতে একটি বিশ্লেষণ যুক্ত করা আছে। আমরা আশা করছি, আপনাদের বিসিএস যাত্রায় বিশ্লেষণটি দ্বারা উপকৃত হবেন।

প্রাথমিক মূল্যায়ন

সময়: ২৫ মিনিট **পূর্ণমান: ৫০**

০১। বাংলা লিপির উৎস কী?
(ক) সংস্কৃত লিপি (খ) চীনা লিপি (গ) আরবি লিপি (ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

০২। নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়?
(ক) বহ্নি (খ) আবীর (গ) বায়ুসখা (ঘ) বৈশ্বানর

০৩। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-
(ক) রসতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ক্রিয়ার কাল

০৪। বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে?
(ক) আ (খ) এ (গ) উ (ঘ) ও

০৫। বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?
(ক) বিষমীভবন (খ) সমীভবন (গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি

০৬। 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ-
(ক) রত্না + কর (খ) রত্ন + কর (গ) রত্না + আকার (ঘ) রত্ন + আকর

০৭। নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?
(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

০৮। শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন-
(ক) মুহুর্মুহু (খ) মূহুর্মুহু (গ) মুর্হমূহু (ঘ) মুর্হুর্মূহু

০৯। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ-
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি

১০। 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) তুর্কি

১১। 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

১২। কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সূচিষ্মিতা (খ) সূচিস্মিতা (গ) সুচীস্মিতা (ঘ) শুচিস্মিতা

১৩। 'লাঠালাঠি'- এটি কোন সমাস?
(ক) প্রাদি সমাস (খ) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস

১৪। 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি –প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শ্রৎ + √ধা + অ + আ (খ) শ্রৎ + √ধা + আ (গ) শ্র + √ধা + আ (ঘ) শ্রু + √ধা + আ

১৫। 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) দ্বীপ + আয়ন (খ) দ্বীপ + অয়ন (গ) দ্বিপ + অনট (ঘ) দ্বীপ + অনট

১৬। 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ?
(ক) সন্ধিজনিত (খ) প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

১৭। কোনটি নামধাতুর উদাহরণ?
(ক) চ্‌ল (খ) কর্‌ (গ) বেতা (ঘ) পড়ু

১৮। ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?
(ক) দেশি (খ) বিদেশি (গ) তৎসম (ঘ) তদ্ভব

১৯। 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) বিপরীত (খ) নিকৃষ্ট (গ) বিকৃত (ঘ) অভাব

২০। 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ'? — এই বাক্যে 'কী' কোন পদ?
(ক) বিশেষণ (খ) অব্যয় (গ) সর্বনাম (ঘ) ক্রিয়া

২১। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান' এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ?
(ক) অবস্থাবাচক শব্দ (খ) বাক্যলঙ্কার অব্যয় (গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (ঘ) দ্বিরুক্ত শব্দ

২২। কোনটি অপাদান কারক?
(ক) গৃহহীনে গৃহ দাও (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে
(গ) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে (ঘ) বনে বাঘ আছে

২৩। টা, টি, খানা ইত্যাদি-
(ক) পদাশ্রিত নির্দেশক (খ) প্রকৃতি (গ) বিভক্তি (ঘ) উপসর্গ

২৪। কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
(ক) উপনেতা (খ) উপভোগ (গ) উপগ্রহ (ঘ) উপসাগর

২৫। 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' -এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি?
(ক) তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে (খ) তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে
(গ) তাতে না সমাজজীবন চলে (ঘ) তাতে সমাজজীবন চলে

২৬। দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির?
(ক) ননদ (খ) প্রিয়া (গ) শিষ্যা (ঘ) আয়া

২৭। 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি-
(ক) জটিল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) সরল বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

২৮। 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'-কোন ধরনের বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্মবাচ্য (খ) ভাববাচ্য (গ) যৌগিক (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

২৯। কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) জবাবদিহি (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) একত্রিত (ঘ) গৌরবিত

৩০। 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'- এ বাক্য কোন ধরনের?
(ক) অনুজ্ঞাবাচক (খ) নির্দেশাত্মক (গ) বিস্ময়বোধক (ঘ) প্রশ্নবোধক

৩১। 'ক্ষমার যোগ্য'-এর বাক্য সংকোচন—
(ক) ক্ষমার্হ (খ) ক্ষমাপ্রার্থী (গ) ক্ষমা (ঘ) ক্ষমাপ্রদ

৩২। ক্রিয়াপদ–
(ক) সবসময়ে বাক্যে থাকবে (খ) কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
(গ) শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় (ঘ) আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন

৩৩। 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
(ক) তীরে পৌঁছার ঝক্কি (খ) সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি (গ) মুমূর্ষু অবস্থা (ঘ) আসন্ন বিপদ

৩৪। কোনটি 'কোলন'?
(ক) ; (খ) : (গ) = (ঘ) " "

৩৫। 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী?
(ক) উদাসীন (খ) প্রতিকূল (গ) রাগহীন (ঘ) বিশেষভাবে রুষ্ট

৩৬। কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে ঠিক?
(ক) যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না (খ) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
(গ) নাচতে না জানলে উঠান ভাঙ্গা (ঘ) যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়

৩৭। 'অনুকম্পা' শব্দের ইংরেজি কোনটি?
(ক) Clemency (খ) Enthral (গ) Erudition (ঘ) Fathom

৩৮। 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কবুতর (খ) কোকিল (গ) খরগোশ (ঘ) ময়ূর

৩৯। জঙ্গম-এর বিপরীতার্থক শব্দ কি?
(ক) অরণ্য (খ) পর্বত (গ) স্থাবর (ঘ) সমুদ্র

৪০। স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?
(ক) একাক্ষর (খ) মুক্তাক্ষর (গ) বদ্ধাক্ষর (ঘ) যুক্তাক্ষর

৪১। 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) নির্ভয় (খ) বিস্ময় (গ) প্রত্যয় (ঘ) দ্বিধা

৪২। Excise duty – র পরিভাষা কোনটি?
(ক) অতিরিক্ত কর (খ) আবগারি শুল্ক (গ) অর্পিত দায়িত্ব (ঘ) অতিরিক্ত কর্তব্য

৪৩। 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) ত্যক্ত (খ) গ্রাহ্য (গ) দৃঢ় (ঘ) গূঢ়

৪৪। Ballad কি?
(ক) লোকগীতি (খ) লোকগাঁথা (গ) গীতিকা (ঘ) গাথা

৪৫। মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?
(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
(গ) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

৪৬। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। (খ) দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
(গ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। (ঘ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।

৪৭। 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো—
(ক) ন্যায়বাগীশ (খ) নৈয়ায়িক (গ) ন্যায়পাল (ঘ) ন্যায়ঋদ্ধ

৪৮। ঠোঁট-কাটা বলতে কি বুঝায়?
(ক) অহংকার (খ) স্পষ্টভাষী (গ) মিথ্যাবাদী (ঘ) পক্ষপাতদুষ্ট

৪৯। 'উভয়কূল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি?
(ক) কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (খ) চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো
(গ) সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে (ঘ) বোঝার উপর, শাকের আঁটি

৫০। 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো–
(ক) অন্ত্যমিল আছে (খ) অন্ত্যমিল নেই
(গ) চরণের প্রথমে মিল থাকে (ঘ) বিশ মাত্রার পর্ব থাকে

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	ক	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	খ

বিশ্লেষণ

'প্রাথমিক মূল্যায়ন' পরীক্ষাটির একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দিয়ে কোনোভাবেই নিজেকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না। কেবল পরবর্তী কার্যাবলির জন্য এই বিশ্লেষণটি যুক্ত করা হলো। বিশ্বাস রাখবেন মনে, পরিশ্রম আপনাদের অবস্থান বদলাবে ক্ষণে ক্ষণে। যথার্থ আত্মমূল্যায়ন আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিশ্লেষণ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

যদি আপনাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪০ শতাংশের মধ্যে হয় –

- প্রতিটি টপিকের বিস্তারিত বেসিক জানার চেষ্টা করুন।
- উত্তর মুখস্থ না করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন।
- একই প্রশ্ন বারবার অনুশীলন করুন।
- আত্মবিশ্বাস রাখুন। অবস্থার পরিবর্তন হবেই। সময় লাগবে কিন্তু হাল ছাড়বেন না।

যদি আপনাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪০ থেকে ৬৫ শতাংশের মধ্যে হয় –

- আপনারা ঠিক দিশায় আছেন। তবে অনুশীলন অব্যাহত রাখতে হবে।
- বোর্ড বই কিংবা রেফারেন্স বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- কনফিউজিং প্রশ্নের উত্তরদানে বিরত থাকুন। এতে নেগেটিভ নম্বরের ধকল থেকে রক্ষা পাবেন।
- মডেল টেস্টের মাধ্যমে আপনাদের পারফর্মেন্স গ্রাফ তৈরি করুন। এতে মনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

যদি আপনাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৫ শতাংশের বেশি হয় –

- আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখুন। তবে অহংকারকে প্রশ্রয় দিবেন না।
- বিশ্রাম কাজের অঙ্গ। তাই অনুশীলনের মাঝে অবশ্যই বিরতি রাখবেন।
- সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রাখুন। পরিশ্রমকে সফলতায় রূপ দিতে পারেন একমাত্র তিনিই।

মনে রাখবেন, সত্যিকারের প্রচেষ্টা কখনো ব্যর্থ হয় না। ভালো থাকবেন, সৎ থাকবেন। আপনাদের জন্য শুভকামনা।

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বাংলা ভাষা

ক্র. নং	বিষয়	৪৯তম	৪৮তম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৯তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
০১	বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি			১				১				১					৩
০২	বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও আলোচ্য বিষয়			২	১	১				২				১			৭
০৩	ধ্বনি ও বর্ণ	১	১	৪	২	২		২	১	২			২	২	৩	১	২৩
০৪	ধ্বনির পরিবর্তন	২					১	১		১						১	৬
০৫	ণত্ব ও ষত্ব বিধান														১		১
০৬	সন্ধি	১			১		১					১	১		১	১	৭
০৭	বাংলা বানানের নিয়ম		১	১	২	২	১	১	১	২	১		২	১	১	৪	২০
০৮	শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দ ভাণ্ডার	১			২	২	২	১	১	১	২		২	১	১	১	১৮
০৯	সমাস	১			১	১	১	১	১	১		১	১	২	১	১	১৩
১০	ধাতু		১				১	১									৩
১১	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	১	১		১				১	১	২		২		২	১	১২
১২	উপসর্গ	১	১		১					১		২		১			৭
১৩	পদ	১	১	১		২						১			২	১	৯
১৪	দ্বিরুক্ত শব্দ		১					১	১								৩
১৫	ক্রিয়ার কাল ও বাংলা অনুজ্ঞা											১					১
১৬	কারক ও বিভক্তি		১		১			১			২	২					৭
১৭	লিঙ্গ															১	১
১৮	বচন	২															২
১৯	বাক্য	১	১				১	২	১	১			১		১	১	১০
২০	বাচ্য									১							১
২১	উক্তি									১							১
২২	যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার																
২৩	এক কথায় প্রকাশ		১				২	১	১	১	৩						৯
২৪	বাগ্‌ধারা						২	১	২					১			৬
২৫	প্রবাদ-প্রবচন								১			১					২
২৬	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি		১	৩			১		১				১	১		১	৮
২৭	সমার্থক বা প্রতিশব্দ	২	১	৩	১	১	১	১	১		২	২	১	১	১	২	২০
২৮	বিপরীতার্থক শব্দ			১	১	১			২		১	১	১	১		১	১০
২৯	পারিভাষিক শব্দ	১	১	১	১	১		১	২		১	১	১	২		১	১৪
৩০	ছন্দ ও অলংকার		২			২	১							১			৬
	মোট	১৫	১৫	১৭	১৫	১৫	১৫	১৬	১৭	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫	১৪	১৮	২৩০

অধ্যায় ০১ বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের আলোকে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

পরিচ্ছেদ	বিষয়	গুরুত্ব	বিসিএস পরীক্ষা
১.১	বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি	✪✪✪	৪৭, ৪৩, ৩৯, ৩৩, ৩২ ও ১৮, ১৭, ১৬, ১৫ ও ১৪তম বিসিএস
১.২	বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও আলোচ্য বিষয়	✪✪✪	৪৭, ৪৫, ৪১, ৩৭, ২৯, ২৭, ২৬ ও ২২তম বিসিএস

১.১ বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়- [৪৭তম বিসিএস]
(ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা
(খ) গৌড় সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতি
(গ) গৌড় ভাষার লিখিত নমুনা
(ঘ) গৌড় ভাষার বিকৃত উচ্চারণ

০২। কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) হিত্তিক ও তুখারিক (খ) তামিল ও দ্রাবিড় (গ) আর্য ও অনার্য (ঘ) মাগধী ও গৌড়ী

০৩। সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া (খ) বিশেষণ ও ক্রিয়া (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে (ঘ) ক্রিয়া ও সর্বনাম

০৪। 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস]
(ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

০৫। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) অক্ষর (ঘ) ধ্বনি

০৬। সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]
(ক) কবিতার পংক্তিতে (খ) গানের কলিতে (গ) গল্পের কলিতে (ঘ) নাটকের সংলাপে

০৭। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে- [১৭তম বিসিএস]
(ক) সংস্কৃত (খ) পালি (গ) প্রাকৃত (ঘ) অপভ্রংশ
[ব্যাখ্যা: প্রাকৃত ভাষার একটা অংশ হচ্ছে অপভ্রংশ। তাই প্রাকৃত সঠিক উত্তর হবে। প্রাকৃত না থাকলে অপভ্রংশ হতো।]

০৮। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য– [১৬তম, ১৫তম বিসিএস]
(ক) বাক্যের সরল ও জটিল রূপে
(খ) শব্দের রূপগত ভিন্নতায়
(গ) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারে
(ঘ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

০৯। বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস]
(ক) সংস্কৃত লিপি (খ) চীনা লিপি (গ) আরবি লিপি (ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	ঘ

ভাষা

মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা হচ্ছে ভাবের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। আগে ভাষা ও পরে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা বিশ্লেষণ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায়। **যথা:** ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি (তবে ইথনোলগ এর অনুসারে পৃথিবীতে ৭১৫৯ টি) ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ ভাষা এবং মাতৃভাষার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ মাতৃভাষা। *(উৎস: ইথনোলগ-২০২৫)*

বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

ভাষা বিশ্লেষণ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অংশগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

ধ্বনি		বর্ণ	শব্দ	বাক্য	
মূল উপাদান	ভাষার স্বর	ভাষার ইট	মুখ্য উপাদান	মূল উপকরণ	ভাষার ছাদ
ক্ষুদ্রতম একক	ভাষার বাহন			বৃহত্তম একক	ভাষার প্রাণ

বাংলা ভাষার রীতিভেদ

বাংলা ভাষার প্রধানত দুইটি রূপ দেখা যায়। যথা- মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য রূপ।

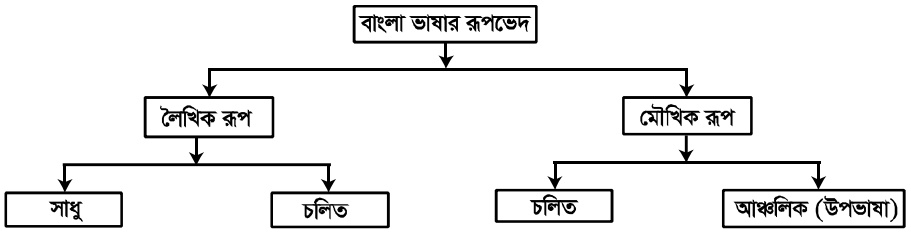

সাধু রীতি

সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষের ভাষাকে রাজা রামমোহন রায় সাধু ভাষা বলে প্রথম অভিহিত করেন। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধু রীতি ব্যবহৃত হতো।

চলিত রীতি

চলিত ভাষা বলতে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে বুঝায়। চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চলিত রীতির প্রথম ব্যবহার হয়। তবে প্রমথ চৌধুরীকে 'বাংলা গদ্যের চলিত রীতির প্রবর্তক' বলা হয়।

আঞ্চলিক কথ্য রীতি

পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা রয়েছে। বাংলা ভাষারও তা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে উপভাষা বলে। উপভাষার ইংরেজি পরিভাষা হলো Dialect।

কাব্য রীতি

নবম-দশম শ্রেণীর বইতে নতুন করে আরেকটি রীতি সংযুক্ত করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে কাব্য রীতি। বাংলা কাব্য রীতি দুই ভাগে বিভক্ত: পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি। পদ্য কাব্য রীতিতে ছন্দ এবং মিল থাকে। ফলে তা ভাষার সাধারণ বাক্য গঠন থেকে আলাদা হয়। পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি। বাংলা সাহিত্যের বহু অমর কাব্য এই রীতিতে রচিত। পদ্য কাব্য রীতির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় গদ্য কাব্য রীতিও রয়েছে। গঠন বিবেচনায় গদ্য কাব্য রীতির বাক্যও সাধারণ বাক্যের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

ক্র. নং	সাধু রীতি	চলিত রীতি
১	সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারী এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	এটি পরিবর্তনশীল রীতি।
২	তৎসম শব্দবহুল ও গুরুগম্ভীর।	তদ্ভব শব্দবহুল, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
৩	নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
৪	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন-পদ্ধতি মেনে চলে।	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।
৫	সর্বজন স্বীকৃত লেখ্যরূপ।	সর্বজন স্বীকৃত লেখ্য ও মৌখিক রূপ।
৬	উদাহরণ- মস্তক, তুলা, তাহারা।	উদাহরণ- মাথা, তুলো, তারা।

সাধু ও চলিত ভাষার শব্দ রূপান্তর

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	তুলা	তুলো
	মস্তক	মাথা
	সুতা	সুতো
	ব্যাঘ্র	বাঘ
	জুতা	জুতো
	জোসনা/জ্যোৎস্না	জোছনা
বিশেষণ	বৃহৎ	বড়
	গ্রাম্য	গেঁয়ো
	বন্য	বুনো
	পাথুরিয়া	পাথুরে
	কিয়ৎক্ষণ	কিছুক্ষণ
	শুষ্ক/ শুকনা	শুকনো
সর্বনাম	উহা	ওটা/ওটি
	কাহারা	কারা
	সেই	সে
	তাহারা	তারা
	তাহার	তার
	তাহাকে	তাকে

পদ	সাধু	চলিত
অব্যয়	যদ্যপি	যদি
	অপেক্ষা	চেয়ে
	হইতে	হতে
	অদ্য	আজ
	তথাপি	তবুও
	সহিত	সঙ্গে/সাথে
	ইতোমধ্যে	এর মাঝে
	পূর্বেই	আগেই
ক্রিয়া	দিয়া	দিয়ে
	চিনা	চেনা
	নাই	নেই
	আসিয়া	এসে
	দেন নাই	দেন নি
	ভাঙাইত	ভাঙত
	পার হইয়া	পেরিয়ে
	করিবার	করবার/করার
	বলিলেন	বললেন
	হইল	হল/হলো

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে অল্প সংখ্যক মৌলিক ভাষা থেকে। এদের মধ্যে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা আদি-আর্য ভাষাগোষ্ঠী অন্যতম। বাংলা ভাষা মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। এর সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারা ও ইতিহাস আছে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার একটি জনগোষ্ঠী প্রথম মূল 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা' ব্যবহার করে আসছিল। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মূল ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিল থাকলেও এই বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলের শাখাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার পরিবর্তন ঘটে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে। এই জনগোষ্ঠীর একাংশ আগে থেকেই ইরান ও মধ্য এশিয়ায় বসবাস করতো। পরবর্তীকালে ভারতীয় (ইন্দো) ও ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী উদ্ভব হয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রাচীন নিদর্শন ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

আর্যরা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে এসে বসবাস শুরু করে। তাদের ভাষার নাম প্রাচীন 'বৈদিক ভাষা'। আর্যদের আগমনের পর অনার্য ভাষা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় এবং আর্যভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পণ্ডিতগণ আর্যদের বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন। সংস্কারকৃত নতুন ভাষা 'সংস্কৃত ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এ ভাষা অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার নাম ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'। এই প্রাকৃত ভাষাই বাংলা ভাষার মূল উৎস। 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ 'স্বাভাবিক', পরবর্তীতে এই 'প্রাকৃত' ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবে ও কথ্য ভাষার উচ্চারণের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। যেমন: 'মাগধী প্রাকৃত', 'মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত', 'শৌরসেনী প্রাকৃত' ইত্যাদি। কালক্রমে 'মাগধী প্রাকৃত'-এর অপভ্রংশ থেকে বিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিদ

ভাষাবিদদের মতামত	উৎস	বয়স
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে। (সপ্তম শতাব্দীতে)	সপ্তম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত = ১৪০০ বছর ।
ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	মাগধী প্রাকৃত হতে। (দশম শতাব্দীতে)	দশম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত = ১১০০ বছর।
জর্জ গ্রিয়ারসন	মাগধী প্রাকৃত হতে।	
অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে	বঙ্গকামরূপীর প্রাকৃত রূপ থেকে।	

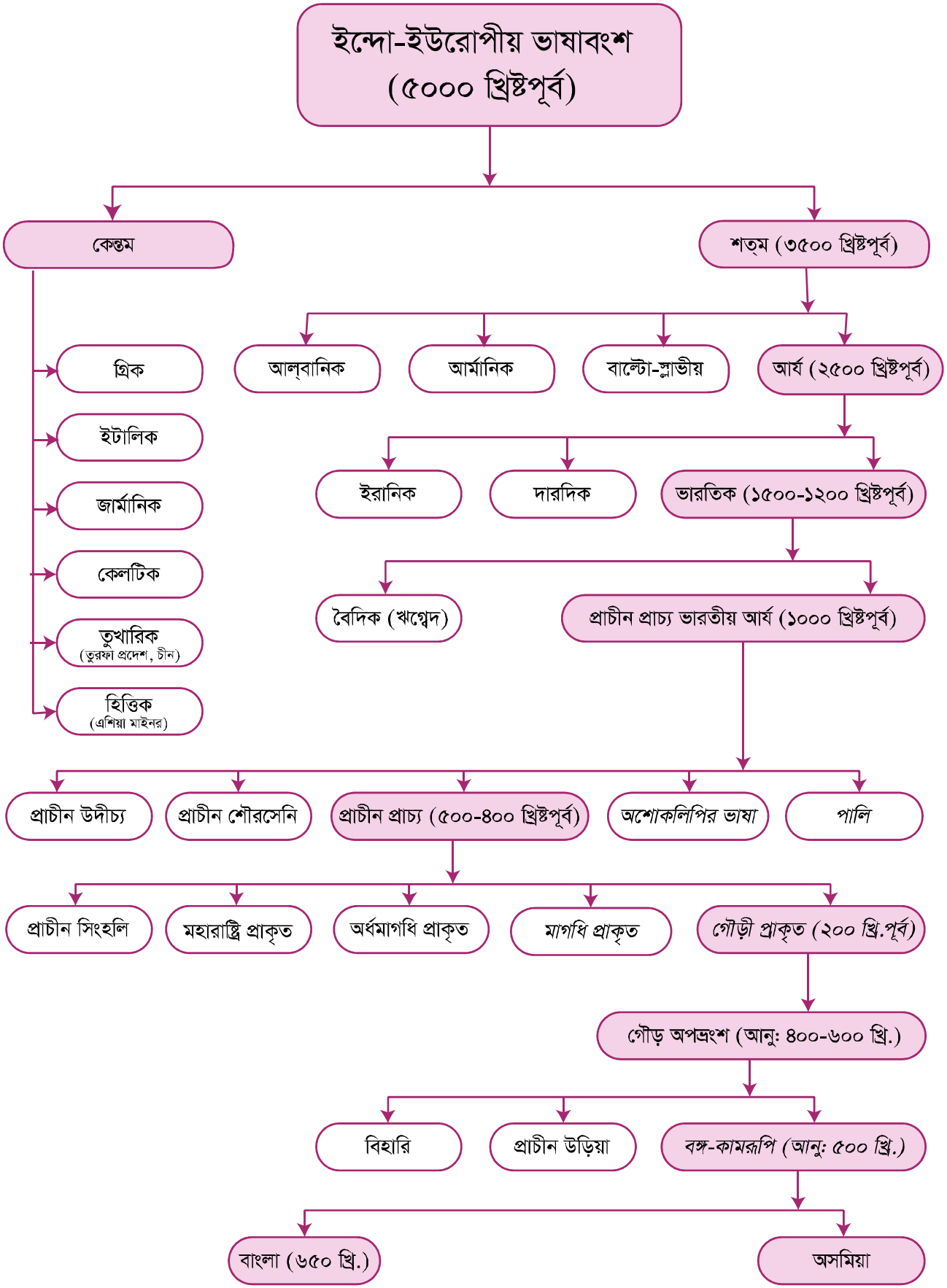
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ
(৫০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
কেন্তম
শত্‌ম (৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
গ্রিক
ইটালিক
জার্মানিক
কেলটিক
তুখারিক
(তুরফা প্রদেশ, চীন)
হিত্তিক
(এশিয়া মাইনর)
আল্‌বানিক
আর্মানিক
বাল্টো-স্লাভীয়
আর্য (২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
ইরানিক
দারদিক
ভারতিক (১৫০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
বৈদিক (ঋগ্বেদ)
প্রাচীন প্রাচ্য ভারতীয় আর্য (১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
প্রাচীন উদীচ্য
প্রাচীন শৌরসেনি
প্রাচীন প্রাচ্য (৫০০-৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
অশোকলিপির ভাষা
পালি
প্রাচীন সিংহলি
মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত
অর্ধমাগধি প্রাকৃত
মাগধি প্রাকৃত
গৌড়ী প্রাকৃত (২০০ খ্রি.পূর্ব)
গৌড় অপভ্রংশ (আনু: ৪০০-৬০০ খ্রি.)
বিহারি
প্রাচীন উড়িয়া
বঙ্গ-কামরূপি (আনু: ৫০০ খ্রি.)
বাংলা (৬৫০ খ্রি.)
অসমিয়া

বাংলা লিপির উৎপত্তি

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে দুই ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল। এর একটি ব্রাহ্মী লিপি, অন্যটি খরোষ্ঠী লিপি। এই দুই লিপিতেই মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের অসংখ্য শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। খরোষ্ঠী লিপি লেখা হতো ডান থেকে বামে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মীলিপি লেখা হতো বাম থেকে ডানে। খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে আসে সেমিটিক ব্যবসায়ী শ্রেণির মাধ্যমে। ম্যাক্সমুলারের মতে, পারস্য সম্রাট দারার রাজত্বকালে এই লিপি প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। তবে সম্রাট অশোকের পরে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার লোপ পেয়ে যায়। এ সময়েই প্রাচীন ভারতের সাধারণ লিপি হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মী লিপি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ব্রাহ্মীলিপির বিভিন্ন অঞ্চলের রূপভেদ থেকেই আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালার লিপিগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

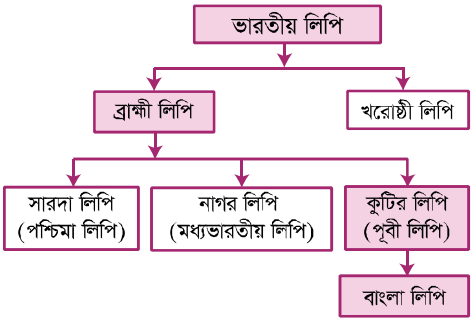

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দেশভেদে ব্রাহ্মীলিপির তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়।

১. সারদা লিপি (পশ্চিমা লিপি)- ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল।
২. নাগরলিপি- উত্তর ভারতের মধ্য প্রদেশে প্রচলিত ছিল। এটি মধ্যভারতীয় লিপি নামেও পরিচিত।
৩. কুটিল লিপি (পূর্ব লিপি) - উত্তর ভারতের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, 'কুটিল লিপি' হতেই বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে।

বাংলা লিপির বিবর্তন রূপ

বাংলা লিপির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অতীতকালে এই লিপির আকার আকৃতি বর্তমান কালের লিপির মতো ছিল না। নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে তা সহজে অনুধাবন করা যায়।

বাংলা স্বরলিপির বিবর্তন রূপ

বাংলা ব্যঞ্জনলিপির বিবর্তন রূপ

উত্তরণ Brief

- বাংলা লিপির প্রসার ঘটে পাল আমলে, গঠন কাজ শুরু হয় সেন আমলে এবং স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান আমলে।
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা করেন চার্লস উইলকিন্স। আর আধুনিক রূপ দেন পঞ্চানন কর্মকার।
- বাংলা লিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় – ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে।
- তবে উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় – ১৫৫৬ সালে, গোয়ায় ।

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। কোন লিপি ডান দিক থেকে লেখা হতো?
(ক) ব্রাহ্মী লিপি (খ) খরোষ্ঠীলিপি (গ) কুটিল লিপি (ঘ) উদ্ধলিপি

০২। বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
(ক) দ্রাবিড় (খ) ইউরালীয় (গ) ইন্দো-ইউরোপীয় (ঘ) সেমেটিক

০৩। ভাষার মূল উপাদান কী?
(ক) ধ্বনি (খ) বাক্য (গ) আচরণ (ঘ) শব্দ

০৪। নিচের কোনটিতে সাধুভাষা সাধারণত অনুপযোগী?
(ক) কবিতায় (খ) গানে (গ) ছোটগল্পে (ঘ) নাটকের সংলাপে

০৫। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
(ক) ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (খ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
(গ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী (ঘ) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

০৬। কোন শাসনামলে বাংলা লিপির অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
(ক) সেন আমলে (খ) গুপ্ত আমলে (গ) পাঠান আমলে (ঘ) পাল আমলে

০৭। বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে?
(ক) চলিত ভাষা (খ) সাধু ভাষা (গ) উপভাষা (ঘ) মিশ্রভাষা

০৮। বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের ভাষা বাংলা?
(ক) উড়িষ্যা (খ) তামিল (গ) নাগপুর (ঘ) মিজোরাম

০৯। ভাষার প্রাণ কোনটি?
(ক) অর্থ পূর্ণ সমষ্টি (খ) অর্থপূর্ণ বাক্য (গ) অর্থপূর্ণ ধ্বনি (ঘ) অর্থপূর্ণ শব্দ

১০। বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কোন যুগে?
(ক) পাঠান যুগে (খ) সেন যুগে (গ) মোঘল যুগে (ঘ) পাল যুগে

১১। ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?
(ক) ব্যাকরণ (খ) ভাষা (গ) উভয়ই একসাথে (ঘ) কোনোটিই নয়

১২। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে –
(ক) সপ্তম শতাব্দীতে (খ) অষ্টম শতাব্দীতে (গ) নবম শতাব্দীতে (ঘ) দশম শতাব্দীতে

১৩। কোন লেখক চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) বুদ্ধদেব (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

১৪। উপমহাদেশে ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়?
(ক) ১২৯৮ সালে (খ) ১৩৯৮ সালে (গ) ১৫৫৬ সালে (ঘ) ১৫৯৮ সালে

১৫। ভাষাকে রূপদান করতে কীসের সাহায্য নিতে হয়?
(ক) বাগ্‌ধারার (খ) বাগ্‌যন্ত্রের (গ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (ঘ) চক্ষু ও কর্ণের

১৬। বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী?
(ক) অস্ট্রিক (খ) দ্রাবিড় (গ) কামরূপী (ঘ) ঝাড়খণ্ডী

১৭। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে –
(ক) সংস্কৃত থেকে (খ) গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে (গ) মাগধী প্রাকৃত থেকে (ঘ) মৈথিলী থেকে

১৮। বাংলা ভাষার কোন রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী?
(ক) চলিত রীতি (খ) কথ্য রীতি (গ) সাধু রীতি (ঘ) লেখ্য রীতি

১৯। ভাষার কোন রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত?
(ক) কথ্য রীতি (খ) আঞ্চলিক রীতি (গ) সাধু রীতি (ঘ) চলিত রীতি

২০। বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?
(ক) কানাড়ি ভাষা (খ) বৈদিক ভাষা (গ) হিন্দি ভাষা (ঘ) প্রাকৃত ভাষা

২১। বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন লিপি থেকে?
(ক) প্রাকৃত লিপি (খ) খরোষ্ট্রী লিপি (গ) ব্রাহ্মী লিপি (ঘ) অশোক লিপি

২২। বাংলা অক্ষরকে আধুনিক রূপ দান করেন কে?
(ক) পঞ্চানন কর্মকার (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) চার্লস উইলকিন্স (ঘ) রাজা রামমোহন রায়

২৩। বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?
(ক) গৌর দাস (খ) চার্লস উইলকিন্স (গ) পঞ্চানন কর্মকার (ঘ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

২৪। ভাষার মূল উপকরণ কী?
(ক) বাক্য (খ) ধ্বনি (গ) শব্দ (ঘ) বর্ণ

২৫। বাংলা লিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯০০ (খ) ১৮০০ (গ) ১৬৮২ (ঘ) ১৯৭১

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭		০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২		১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪		২৫	খ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]